৩. চার্বাক জড়বাদ ব্যাখ্যা কর? –~~১০নং~~

জড়বাদ হল এমন এক দার্শনিক মতবাদ যা অধ্যাত্মবাদের বিরোধী। জড়বাদ হল এমন এক দার্শনিক মতবাদ যা একমাত্র অচেতন জড়কেই জগতের পরম তত্ত্বরূপে স্বীকার করেছেন সুতরাং এ মতবাদের দাবি করা হয়েছে অচেতন জড় থেকেই সমস্ত প্রকার জাগতিক বস্তু সৃষ্টি হয়েছে। এমনকি এই মতবাদ অনুযায়ী স্বীকার করা হয় যে আমাদের মধ্যে যে প্রাণ বা চেতনা রয়েছে তা জড় থেকেই সৃষ্টি হয়েছে. চার্বাকদের মতে জীবন এবং জগৎ হল জড়পদার্থের রূপান্তর মাত্র, ভারতীয় দর্শনে একমাত্র চার্বাক সম্প্রদায়ই জড়কে চরম সত্য বলে মনে করেন, ভারতীয় দর্শনে চার্বাক জড়বাদকে তাই স্থূল জড়বাদ বলা হয়, ~~এ~~ চার্বাকদের মতে চেতনা জড় থেকে উৎপন্ন এবং তা হল জড়ের গুণ বা ধর্মবিশেষ। অধ্যাত্মবাদীদের মতে জড়ের অতিরিক্ত এক অতীন্দ্রিয় চেতন সত্ত্বাকে স্বীকার করা হয়। অর্থাৎ আত্মা - ঈশ্বর - পরলোক ইত্যাদি অধ্যাত্মবাদ স্বীকার করে, চার্বাক জড়বাদ এই সমস্ত অতীন্দ্রিয় সত্তার বিশ্বাসী নয় বলে তাদের মতবাদকে অধ্যাত্মবাদের বিরোধী মতবাদ রূপে অভিহিত করা হয়।

–অধ্যাত্মবাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল দেহের অতিরিক্ত নিত্য আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন কিন্তু চার্বাক সম্প্রদায় এই বিশ্বাসকে ভ্রান্ত বিষয় বলে মনে করে। চার্বাকদের মতে দেহের অতিরিক্ত আত্মা বলে কিছু নেই, একমাত্র চৈতন্য বিশিষ্ট দেহই হল আত্মা ~~যাকে আমরা আমি~~ এইদেহকেই আমরা 'আমি' বলে থাকি, আর চেতনা হল এই জড়দেহের একটি ধর্ম বা গুণ। এখন প্রশ্ন হতে পারে কীভাবে জড়দেহে চৈতন্যের আবির্ভাব ঘটে; — এই বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে চার্বাকেরা বলেন যে, পান - সুপারি - খয়ের - চুন এই বস্তুগুলিকেই বিশ্লেষণ করলে কোনোটির মধ্যেই লাল রঙ পাওয়া যাবে না, কিন্তু

এই চারটি পদার্থ একসাথে মিশ্রিত হলে লাল রঙের আবির্ভাব ঘটে। তেমনি ক্ষিতি-অপ্-তেজ-মরুৎ এই চারটি ভূত একত্রে সংমিশ্রণ ঘটলে দেহের সৃষ্টি হয় এবং এই দেহে চৈতন্য নামক এক ~~গু~~ নতুন গুণের আবির্ভাব ঘটে, তাই চার্বাকদের মতে দেহ বিনষ্ট হলে চৈতন্য নামক গুণ আর থাকেনা।

চার্বাকগণ প্রত্যক্ষকেই একমাত্র ~~প্র~~ প্রমাণ রূপে অভিহিত করেন। আর তাঁরা বলেন যে কেবলমাত্র জড়দ্রব্যই হল প্রত্যক্ষ (যোগ্য), সেই কারণে জড়দ্রব্যকেই একমাত্র জ্ঞানের বিষয়রূপে স্বীকার করেছেন, তাদের মতে ~~আবস্থা~~ আমরা যে জগতে বাস করি সেই জগৎ হল জড়জগৎ এবং এই জগতে সৃষ্টির পেছনে ঈশ্বর বা কোনো অতিন্দ্রিয় সত্তার ইচ্ছা নেই। এই জগতে সব কিছুই জড়পদার্থের স্বভাব অনুযায়ী সংঘটিত হয়, তাই চার্বাক জড়বাদ ভারতীয় দর্শনে একটি ~~বিশিষ্ট~~ ভূমিকা গ্রহণ করে এবং তা হল স্বতন্ত্র।

সমালোচনা :- অধ্যাত্মবাদ অনুযায়ী অন্যান্য ভারতীয় সম্প্রদায় সমূহ চার্বাক জড়বাদী ব্যাখ্যার কঠোর সমালোচনা করেছ তাদের মতে নির্জীব জড়পদার্থ থেকে জগৎ ও জীবনের সৃষ্টি হতে পারে না, এই সুশৃঙ্খল জগতের সৃষ্টির পেছনে এক চেতন সত্তাকে অবশ্যই স্বীকার করতে হয় তা না হলে এই উদ্দেশ্য মুখী জগতের ব্যাখ্যা করা যায় না; এই সুশৃঙ্খল বিশ্ব জগৎ একটি নির্দিষ্ট নিয়মের অধীন এবং এখানে কোনো ~~কাজ~~ ঘটনাই আকস্মিক ভাবে ঘটতে পারে না, এথেকে প্রমাণিত হয় যে জীবন ও জগতের ব্যাখ্যার ব্যাপারে জড়বাদকে কখনই একটি যৌক্তিক মতবাদ রূপে গ্রহণ করা সঙ্গত নয়।

Scanned with CamScanner